Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.32-39
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দর্শন ও সাহিত্যে প্রেমের পর্যালোচনা

মধুরিমা ভৌমিক
গবেষক, দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The subject of this essay is love, which is revered in Indian culture. This symbolizes truth and purity. It has different forms. Marriage and love are not the same. Realization of love is possible even without marriage. It has a kind of feeling and appeal. According to psychologist Robert Sternberg, the three components of love are intimacy, passion, and commitment. Greek philosophy has used the term 'philia' to discuss love. Plato in his theory of love mentions pure love which is associated with beauty. In Indian culture, Radha Krishna's love is also considered as pure love (Nishkam Prem). Jibananda Das found shelter in the character of his poem Banalata Sen. Vivekananda said in the discussion of spiritual love that it is possible to love God by loving creatures. Even Rabindranath Tagore who mentions various form of loves such as love for nature, love for mankind, spiritual love, emotional love etc.

Key Words: Love, Pure Love (Nishkam Prem), Attraction, Marriage, Feeling.

মূল আলোচনা: ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রেম হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্মের বাসস্থান হচ্ছে মন নামক মন্দির। প্রেম হচ্ছে পবিত্রতার বা শুদ্ধতার প্রতীক। এ এক আধ্যাত্মিক বাসনা। ভারতীয় প্রেমে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কথা অমরত্ব লাভ করেছে এবং এই প্রেম কথা নিয়ে যুগে যুগে বহু সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেছেন। এ এক পবিত্র প্রেম যাকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে। যদিও কিছু ব্যক্তিগণ যারা নিজেদের আধুনিকতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে বিকৃত প্রতিফলন করেছেন। এমনকি রাধা কৃষ্ণের প্রেম এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মানবীয় দৃষ্টিতে সমালোচনাই যোগ্য। এই সমালোচনার একটি অংশ হল এই প্রেম পরকীয়, কেননা রাধার স্বামী থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর বিভিন্ন সমালোচনা হয়েছে। আমারা আধুনিকতার জালে বন্দি পাঠক আংশিক পরেই সমালোচনায় বসে যাই। যাইহোক, এটি কি পরকীয় প্রেম? না কি রাধা ও রুক্মিণী দুজনেই স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার। এটি একটি ভাবনার বিষয় কেন মহাভারত বা বিভিন্ন মহান গ্রন্থে রাধার মৃত্যুর কথা উল্লেখ নেই, যেখানে রুক্মিণীর মৃত্যুর কথা স্পষ্টই উল্লেখিত। আবার গল্পে যেখানে রুক্মিণীর অনুপস্থিতি সেখানে রাধা নেই, আবার যেখানে রাধার অনুপস্থিতি সেখানে রুক্মিণী নেই। এটি স্বয়ং একটি বিস্তর আলোচনার জায়গা এবং নিঃসন্দেহে বাদপ্রতিবাদের জায়গা। তবে এতেও কোন সন্দেহ নেই এই প্রেম অমর, এই প্রেম পূজিত। এই প্রেমের উপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন।

সমাজের মূল লক্ষ্য হল প্রেমকে বিবাহ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে যৌনতার ঘরে বন্দী করা। যৌনতা প্রকৃতির দেওয়ার মানুষের একটি স্বাভাবিক চাহিদা। এই চাহিদার ফলে মানুষ বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে আকৃষ্ট হন। কিছুটা এইভাবে বলা যেতে পারে যে- এটি বয়সের উন্মাদনা। তবে এই স্বাভাবিক চাহিদাকে প্রেম বলা যেতে পারে না। বরং মানুষ চাহিদার ফলে বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং যৌনতার লালসা তৃপ্তি করে। মজার ব্যাপার হল এই আধুনিক সমাজ প্রেমকে মোহরা করে যৌনতার লালসা তৃপ্ত করে। যৌনতা হচ্ছে এক ধরনের জৈবিক বৈশিষ্ট্য যা Canadian Institute of Health Research এ বলা হয়েছে

> - "Sex refers to a set of biological attributes in humans and animals. It is primarily associated with physical and physiological features including chromosomes, gene expression, hormone levels and function, and reproductive/sexual anatomy. Sex is usually categorized as female or male but there is variation in the biological attributes that comprise sex and how those attributes are expressed." [i]

তবে যৌন আকর্ষণ সর্বদা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গেই হবে এমন বলা সংগত নয়। লিঙ্গ পরিচয় ভিত্তিতে সম লিঙ্গের প্রতি (অর্থাৎ নারীর প্রতি নারীর পুরুষের প্রতি পুরুষের) যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় যার উদাহরণ রয়েছে, সেই জুটি হল অভিষেক রায় এবং চৈতন্য শর্মা। উনারা সামাজিক মতে কলকাতায় 3rd July, ২০২২ এ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (Source: https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/people/designer-abhishek-ray-describes-life-after-his-big-fat-gay-wedding/cid/1942043)। শুধু এই জুটি নন, ভারতে আরও অনেক জুটি রয়েছে এবং এদের স্বীকৃতি নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। আইনগত দিক থেকে ভারতে সমলিঙ্গের প্রেমের সম্পর্ক এবং যৌন সম্পর্ককে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে[ii], কিন্তু বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

India does not recognise same-sex marriage or civil unions, though same-sex couples can attain the rights and benefits as a live-in couple (analogous to cohabitation) as per Supreme Court of India landmark decision Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal in August 2022. Despite limited recognition by the lower courts, India still doesn't have a national law to regulate same-sex unions. Protections for same-sex couples have so far only come from the lower courts, not from the Parliament or the Government of India. (https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_India)

Helen Fisher যিনি একজন Anthropologist, তিনি তার গ্রন্থ Why We Love এ বলেছেন, "তিনি বিশ্বাস করেন রোমান্টিক প্রেম হল সার্বজনীন মানুষের অনুভূতি যা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট রাসায়নিক এবং নেটওয়ার্ক দ্বারা উৎপাদিত"। ("…love is a universal human feeling, produced by specific chemicals and networks in the brain."[iii])

প্রেম এতটা অবর্ণনীয় যা ব্যাখ্যার জন্য আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। কেননা বেশিরভাগ সাহিত্য প্রেমকে রোমান্টিক চিন্তার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। প্রেম মানব জীবনে যতটা আকর্ষণীয় ঠিক ততটাই জটিল। এর অনুভূতি যতটা সুন্দর ঠিক ততটাই বেদনাদায়ক। অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে মিশ্র আবেগ অনুভূতি। তাই এর বিশ্লেষণ মনোবৈজ্ঞানিকদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। Elizabeth Kane বলেছেন, "আকর্ষণ" হল প্রেমে পড়ার প্রথম ধাপ। তিনি বলেছেন এটি সবথেকে শক্তিশালী একটি মুহূর্ত। যখন অন্য

ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হয়, আমরা সেই সময় প্রবল energized অনুভব করি, এমনকি সেই মুহূর্তে আমরা হৃদস্পন্দন সম্পর্কেও সচেতন থাকি।

> "According to Elizabeth Kane (a South University adjunct faculty member who teaches clinical psychology and behavioral science.), "The first step in the process of falling in love is the initial attraction. It's the powerful moment when we meet another person and feel energized and are immediately aware of our heart pounding".[iv]

মনোবৈজ্ঞানিক Robert Sternberg এর ত্রিভুজাকার প্রেমতত্ত্ব (Triangular theory of Love) অনুসারে, প্রেমের তিনটি উপাদান হল অন্তরঙ্গতা, আবেগ এবং প্রতিশ্রুতি (Intimacy, Passion and Commitment)। তিনি বলেছেন এই ত্রিভুজাকার প্রেমতত্ত্ব, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রেমকে বুঝতে সাহায্য করে।

> "According to the theory, love has three components: (a) intimacy, which encompasses the feelings of closeness, connectedness, and bondedness one experiences in loving relationships; (b) passion, which encompasses the drives that lead to romance, physical attraction, and sexual consummation; and (c) decision/commitment, which encompasses, in the short term, the decision that one loves another, and in the long term, the commitment to maintain that love. The amount of love one experiences depends on the absolute strength of these three components, and the kind of love one experiences depends on their strengths relative to each other. The three components interact with each other and with the actions that they produce and that produce them so as to form a number of different kinds of loving experiences. The triangular theory of love subsumes certain other theories and can account for a number of empirical findings in the research literature, as well as for a number of experiences with which many are familiar firsthand. It is proposed that the triangular theory provides a rather comprehensive basis for understanding many aspects of the love that underlies close relationships."[v]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এবং দর্শনে প্রেমের বিস্তর আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য দর্শনেও প্রেমের বিস্তার আলোচনা দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের সবথেকে উল্লেখযোগ্য প্রেমতত্ত্ব হল- প্লেটোর প্রেমতত্ত্ব (platonic theory of love)। এই ভালোবাসা একধরনের আত্মিক ভালোবাসা। এটি শুদ্ধতার প্রতীক। যেখানে কামনা-বাসনার কোন স্থান নেই। যা নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব নামে পরিচিত। আমরা জানি ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে নিষ্কাম প্রেম বলা হয়। নিষ্কাম প্রেমে যৌনতার বা দৈহিক চাহিদা থাকতে পারে না। প্লেটো তার Symposium গ্রন্থে প্রেম ও ভালোবাসার উল্লেখ করেছেন। তার মতে, 'প্রেম সর্বদা সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত'।

> "According to him, love is always concerned with beauty, and his teaching on the subject is expounded chiefly in the "Symposium", He believed that before birth the soul dwelt disembodied in the pure contemplation of the world of Ideas… However, having learned to love the one beautiful object, the soul passes on the love of others."[vi]

প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের ধারণা বুঝতে হলে আত্মার ধারণা জানতে হবে। তার মতে, আত্মা অমর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আত্মা দেহপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এবং বুঝতে সক্ষম হয় যে অভিন্ন সৌন্দর্য শুধু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্লেটো স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন এই প্রেম কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রেম নয়, তা হল সৌন্দর্যের ধারণার প্রতি ভালোবাসা।

এরিস্টটলের প্রেমতত্ত্বের চিন্তাশীল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে তিনি প্রেম এবং বন্ধুত্বের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তিনি তিন ধরনের বন্ধুত্বকে চিহ্নিত করেছেন- উপযোগিতা (utility), আনন্দ (pleasure), গুণ (virtu)। আমরা যদি এরিস্টটলের (Aristotle) মূল গ্রন্থ Nicomachean Ethics এর books 8 এবং 9 দেখি তাহলে সেখানে তিনি বন্ধুত্ব এবং প্রেম বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন । প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্রেম বিষয়ে চারটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে- ফিলিয়া (philia), স্টার্জ (storge), আগাপে (agape), ইরোস (eros)। এরিস্টটল তার গ্রন্থে (Nicomachean Ethics) ফিলিয়া শব্দটির ব্যবহার করেছেন যার অর্থ বন্ধুত্ব (friendship) অর্থাৎ এটি পছন্দের সদর্থক অনুভূতি। অ্যারিস্টটলের প্রেমের সংজ্ঞা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট প্রথমত, প্রেমকে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে (unequivocally) এবং দৃঢ়ভাবে (emphatically) পরার্থপর (altruistic) বলেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রেমকে অনুভূতি হিসাবে বর্ণনা করেননি বরং তার কাছে এটি একটি স্থির অভিপ্রায়।

এই পৃথিবীতে কত ধর্মাবলম্বী, কত সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে, তাদের প্রত্যেকেরই ধর্ম আলাদা, বিশ্বাস আলাদা। ঠিক তেমনি এপিকিউরাস (গ্রীক দার্শনিক) প্রেম নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি আবেগপ্রবণ প্রেমে বিশ্বাস করতেন না। এমনকি তিনি বিয়েকে এড়িয়ে চলার কথাই বলেন। তার মতে যৌনতা মানুষের জীবনে বিনোদন প্রদান করে যা স্বাভাবিক কিন্তু প্রয়োজনীয় নয়।

এপিকিউরাস সুখবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত এবং তিনি সুখকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এপিকিউরাস আনন্দ বা সুখকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার মতে, এটি হল শরীরের এবং আত্মায় ব্যথা বা কষ্টের অনুপস্থিতি। Epicurus succinctly defines pleasure as "the absence of pain in the body and trouble in the soul".[vii]

তবে আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য বিচক্ষণতা, সম্মান ও ন্যায়বিচার প্রয়োজনীয়। এপিকিউরাস পরিমার্জিত সুখবাদকেই সমর্থন করেন, এটি শারীরিক আনন্দ নয় বরং জ্ঞানের একটি দার্শনিক সাধনা যা জীবনের অর্থ নিয়ে আসে।

প্রেম এক শিল্প। সব শিল্পে সবাই দক্ষ হয় না। তবে প্রেমিক শিল্পী জানে প্রেম কত বড় শিল্প। প্রেম এবং বিরহ উভয়েই সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জায়গা পেয়েছে। প্রেমিক বিরহ ছাড়া প্রেম প্রাপ্তি পেয়েছে তার উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু প্রেমিকের প্রেমে বিরহ সাহিত্যে প্রায়শই দেখা যায়। প্রেমকে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। এতে আত্মত্যাগ রয়েছে। প্রেম মনুষ্য জীবনে বেঁচে থাকার খোরাক। প্রেম ছাড়া মনুষ্য জীবন অর্থহীন। প্রতিটি প্রেমিক প্রেমে আশ্রয় খুঁজে পায়। যেমন জীবনানন্দ দাশ তার বনলতা সেনের মাঝে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। এটি এক শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা –

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। [viii]

জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রতিটি অক্ষরে বনলতা সেনকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানব সমাজ শান্তির খোঁজে বহু পূর্বে থেকে দেশ-বিদেশের প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন। আসলে কবি ও সেই শান্তির খোঁজের পথিক এবং তিনি ক্লান্ত তবে এই ক্লান্তির মাঝে তাকে শান্তি দিয়েছিলেন তার কল্পনার সৌন্দর্যের প্রতীক বনলতা সেন। তারপর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় যে কবি বনলতা সেনের চুল এবং সকল সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। কবি যেন বনলতা সেনের চোখে শান্তির আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছেন। কবিতার শেষে যেখানে নদী সমুদ্রে মিশেছে, যেখানে নিঃশব্দে শিশিরের মতো দিনের শেষে অন্ধকার এসেছে, সেই মুহূর্তে মুখোমুখি কবি আর বনলতা সেন। অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে প্রেমিকের শান্তির নীড়।

স্বামী বিবেকানন্দ তার "সখার প্রতি" কবিতায় এক ভিন্ন প্রেমের সুর বাজিয়েছেন। "সখার প্রতি" কবিতার শেষ পংক্তিটি নিম্নে উল্লেখিত -

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ সখে কর এ সবার পায়।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।

তিনি সকলের মধ্যে এক পরমসত্তার অনুভব করার উপদেশ দেন। তার মতে, প্রতিটি জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। তাই জীবের প্রতি প্রেম হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রেম। সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টার প্রকাশ ঘটে। তাই স্রষ্টার, সৃষ্টিকে সেবার মধ্য দিয়ে আসলে স্রষ্টাকে সেবা করা হয়। এই প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, এই প্রেম পরমসত্তার প্রতি প্রেম।

স্বল্প অধ্যায়নে আমার সর্বদা মনে হয় প্রেম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে সঠিক মিশ্রন। আমি নিজেও বারংবার উনার উপন্যাস এবং কবিতার প্রেমে পড়ি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাসে অমিত ও লাবণ্যের প্রেম। যদিও এই প্রেমের পরিপূর্ণতা উপন্যাসে বিবাহ নামক ফ্রেমে পায়নি। তথাপি যে প্রেম কবি তার উপন্যাসে উপহার দিয়েছেন, তাতে প্রেমিক পাঠকের মন বারবার অমিত লাবণ্যের কথোপকথনের প্রেমে পড়ে। যেখানে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মাসিমার মতের পর অমিতের লাবণ্যকে ভালোবেসে দেওয়া নাম 'বন্যা' এবং লাবণ্যের অমিতকে দেওয়া নাম 'মিতা'। লাবণ্যের মনে এক ভয় ছিল কেননা অমিত তার থেকে অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু লাবণ্যের অমিতকে বলা কথা যেন নিঃস্বার্থ প্রেমের ঝলক।

> মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দূরে পিছিয়ে পড়বো তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না - না না, কিছু বলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি আমাকে বিয়ে করতে চেও না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিও না। ...'

পুরো উপন্যাসে অমিত লাবণ্যের অধ্যায়ে প্রতিটি কথোপকথনে প্রেমের সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের শেষে অমিতের বিয়ে কেতকির সঙ্গে হয়। তবে লাবণ্যের সঙ্গে তার বৃহত্তর ভালোবাসা প্রকাশ উপন্যাসের শেষেই আমরা পাই- 'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ'। আসলে লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের প্রেম, আত্মার সঙ্গে আত্মার আর কেতকির সঙ্গে অমিত দৈহিক প্রেমে বন্দী হয়েছিল সংসার নামক খাঁচায়।

যদিও নারীবাদীরা অমিতের লাবণ্য ও কেতকীর সঙ্গে সম্পর্কের মনোভাব নিয়ে সমালোচনা করেছেন, কেননা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে অমিতের ভালোবাসা দুজনই। "কেতকির সাথে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব এবং প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইলো দিঘি; যে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে। ..." এটিকে সমালোচকরা পরকীয় প্রেম হিসেবে সমালোচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমালোচনা করার ঔদ্ধত্য আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেমের কবিতা একত্রে করলে একটি গ্রন্থ আকার নেবে। তার মধ্যে আমি অনন্ত প্রেম কবিতাটি উল্লেখ না করে পারছিনা। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জীবনের ভালোলাগা, ভালবাসার প্রতিটি মুহূর্ত তুলে ধরেছিলেন।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,

কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে -
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।
আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি -
সকল কালের সকল কবির গীতি।[ix]

"গীতাঞ্জলি" হচ্ছে প্রেম এবং প্রেমিকের সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি যা প্রেমের গান গায়। যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক ভালবাসা, আবেগপূর্ণ ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহান প্রেমের কবি বলা হয়। তিনি প্রেমকে দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা সহিত এঁকেছেন। তার কবিতায় কোথাও ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসার প্রস্ফুটিত হয়েছে। আবার কখনো প্রিয়তমের ভালবাসাকে তুলে ধরেছেন। শুধু গীতাঞ্জলি নয়, তার আরো কয়েকটি প্রেমের কবিতা যেমন- The Gardener, The Lovers Gift, Fruit Gathering ইত্যাদি।

পরিশেষে এসে বলা যায়, প্রেমের বিভিন্ন আকার রয়েছে এবং একটি সংজ্ঞার দ্বারা প্রেমকে সীমায়িত করা সম্ভব নয়। প্রেম কোন পুকুর বা নদী নয় যাতে ডুব দিয়ে গভীরতা মাপা যায় বরং এটি এক মহাসমুদ্র

যার গভীরতা মাপা দূরহ ব্যাপার। তবে এর অনুভূতি বা উপলব্ধি নেওয়া সম্ভব। এটি পবিত্রতা, শুদ্ধতার এবং সত্যতার প্রতীক। প্রেম কি বুঝতে হলে বিবাহ নামক খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। বিবাহ না করেও ব্যক্তিজীবনে প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। শুধু এর জন্য দরকার প্রেমিক হৃদয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কখনো বিবাহকে ছোট করা নয়। বিবাহ একটি প্রেমের প্রকার হতে পারে, কেননা যৌনতা হলো আকর্ষণ আর অবশ্যই প্রেমের মধ্যে আকর্ষণীয়তা আছে।

Footnote:

[i] https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html

[ii] https://www.dawn.com/news/1431295/indian-supreme-court-legalises-consensual-sex-between-adults-of-same-gender

[iii] Fisher, Helen, Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love, An Owl Book, Henry Holt And Company, New York. Downloaded from https://oiipdf.com/download/why-we-love-the-nature-and-chemistry-of-romantic-love

[iv] https://www.southuniversity.edu/news-and-blogs/2016/08/the-psychology-behind-love-and-romance-70700

[v] Steinberg J. Robert, A Triangular Theory of Love, Psychological Review 1986, Vol. 93, No. 2, 119-135, Downloaded from http://pzacad.pitzer.edu/~dmoore/psych199/1986_sternberg_trianglelove.pdf

[vi] Stace, T. W. A Critical History of Greek Philosophy, Published by, Trinity Press. First Indian Edition: 1982, PP. 204-205.

[vii] Epicurus: "In waking or in Dream", Source: Baronett, Stan: Journey into Philosophy: An Introduction with Classic and Contemporary Readings, Routledge, New York and London, 2012, P 645.

[viii] দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৪৯ (December 1942), প্রকাশক: অমিতানন্দ দাশ, কলকাতা। Downloaded from https://upload.wikimedia.org/wikisource/bn/2/29/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_-_%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B6.pdf

[ix] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা, প্রকাশ ১০ পৌষ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২১৩।